ধানের র‍্যাগেড স্ট্যান্ট (Rice Ragged Stunt) রোগ পরিচিতি, লক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

পরিচিতি:

১) একটি গুরুত্বপূর্ন রোগ যা ধানের ফলনকে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।

২) এদেশে অনেক এলাকায় গাই বাছুর/বাজা গোছা হিসেবে পরিচিত।

৩) এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। যা ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার (বাদামী গাছ ফড়িং) নামক এক ধরনের পোকা দ্বারা ছড়ায়।

৪) এই ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার আক্রান্ত গাছের রস চুষে খাওয়ার সময় ভাইরাসটি সুস্থ গাছে ছড়িয়ে দেয়।

৫) এছাড়া আক্রান্ত চারার মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে।

৬) উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া এই রোগের বিস্তারের জন্য অনুকূল।

৭) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং জলাবদ্ধতা এ রোগের প্রকোপ বাড়াতে পারে।

র‍্যাগেড স্ট্যান্ট (Rice Ragged Stunt) রোগের লক্ষণ:

১) আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির এবং দূর্বল হয়ে যায়।

২) পাতাগুলো হালকা সবুজ বা হলদে হয়ে যায় এবং মোচড়ানো বা বিকৃত হতে পারে।

৩) গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

৪) শিকড় কালো হয়ে যেতে পারে এবং প্রায়শই পচে যায়।

৫) মারাত্মক সংক্রমণে গাছ মারাও যেতে পারে।

রোগের ব্যবস্থাপনা:

১) (ক) **বোরো মৌসুম**: বীজতলায় চারার বয়স ১৫ দিন হলে ১ম বার এবং চারা উঠানোর ৫ দিন পূবে ২য় বার মিপসিন/সপসিন (আইসোপ্রোকার্ব জাতীয়) অথবা এনাইট্রোজিন ৮০ ডব্লিউ ডি জি (নিটেনপাইরাম ২০%+ পাইমেট্রোজিন ৬০%) ইনসেক্টিসাইড নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

(খ) **আমন মৌসুম**: বীজতলায় চারার বয়স ১০ দিন হলে ১ম বার এবং চারা উঠানোর ৫ দিন পূবে ২য় বার মিপসিন/সপসিন (আইসোপ্রোকার্ব জাতীয়) অথবা এনাইট্রোজিন ৮০ ডব্লিউ ডি জি (নিটেনপাইরাম ২০% + পাইমেট্রোজিন ৬০%) ইনসেক্টিসাইড নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

২) সুস্থ চারা রোপণ করতে হবে।

৩) জমিতে পানি জমা না রাখা।

৪) চারা মূল জমিতে রোপণের পর এই রোগের লক্ষণ দেখা মাত্রই সেই ধানের গোছা তুলে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এবং অন্তত একবার হলেও মিপসিন/সপসিন (আইসোপ্রোকার্ব জাতীয়) অথবা এনাইট্রোজিন ৮০ ডব্লিউ ডি জি (নিটেনপাইরাম ২০% + পাইমেট্রোজিন ৬০%) ইনসেক্টিসাইড নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

15.03.2026

Dr. Faruk Hossain Khan
Senior Scientific Officer
Bangladesh Rice Research Institute
Regional Station, Sonagazi.

Scanned with CamScanner